শ্রেণি : অষ্টম
বিষয় : বাংলা
পাঠ্যপুস্তক : সাহিত্য পাঠ
পাঠ্যসূচি

গদ্যাংশ

● মদিনা রক্ষার পণ	মীর মশাররফ হোসেন
● অরণ্যদেবতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
● পল্লীসমাজ	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
● সাজাহান	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
● এলিশাবা কুহ	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পদ্যাংশ

● বঙ্গভাষা	মধুসূদন দত্ত
● পুরাতন ভৃত্য	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
● পাড়া গাঁ	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী
● মুনাযাৎ	গোলাম মোস্তাফা
● আবার আসিব ফিরে	জীবনানন্দ দাশ
● ধানক্ষেত	জসীমউদ্দীন

বিষয় : বাংলা (প্রথম ভাষা)

প্রথম পর্বের পাঠ্যসূচি

সাহিত্য পাঠ : গদ্য— ১) মদিনা রক্ষার পণ

পদ্য— ২) বঙ্গভাষা

দ্বিতীয় পর্বের পাঠ্যসূচি

সাহিত্য পাঠ : গদ্য— ১) পল্লীসাহিত্য ২) সাজাহান

পদ্য— ২) পুরাতন ভৃত্য ২) পাড়াগাঁ

তৃতীয় পর্বের পাঠ্যসূচি

সাহিত্য পাঠ : গদ্য— ১) এলিশাবা কুই, ২) ভারতে ধর্ম সমন্বয় ও রামকৃষ্ণ পরমহংস, ৩) অরণ্য দেবতা।

পদ্য— ১) মুনাযাৎ, ২) আবার আসিব ফিরে, ৩) ধানক্ষেত।

শ্রেণি : অষ্টম
বিষয় : বাংলা
পাঠ্যপুস্তক : বাংলা সহায়ক পাঠ
পাঠ্যসূচি

গদ্যাংশ

প্রত্যুপকার	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ছুটি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অবরোধবাসিনী	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
আমার ছেলেবেলা	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদাঃ একজন দেশহিতৈষী ও মানবহিতৈষী বিজ্ঞান সাধক	অরুণ চৌধুরী

পদ্যাংশ

জন্মভূমি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সন্ধ্যা	শাহাদাৎ হোসেন
অভিযান	কাজী নজরুল ইসলাম
আমরা কিশোর	সুনির্মল বসু
স্থলপদ্ম	শঙ্খ ঘোষ
একুশের কবিতা	আল মাহমুদ

শ্রেণি : অষ্টম
বিষয় : বাংলা (প্রথম ভাষা)

প্রথম পর্বের পাঠ্যসূচি

বাংলা সহায়ক পাঠ :

গদ্য— ১) প্রত্যুপকার
২) অবরোধবাসিনী

পদ্য— ১) জন্মভূমি
২) সন্ধ্যা

দ্বিতীয় পর্বের পাঠ্যসূচি

বাংলা সহায়ক পাঠ :

গদ্য— ১) ছুটি
২) আমার ছেলেবেলা

পদ্য— ১) অভিযান
২) আমরা কিশোর

তৃতীয় পর্বের পাঠ্যসূচি

বাংলা সহায়ক পাঠ :

গদ্য— ১) মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা: একজন দেশহিতৈষী ও মানবহিতৈষী বিজ্ঞান সাধক

পদ্য— ১) স্থলপদ্ম
২) একুশের কবিতা

শ্রেণি : অষ্টম

বিষয় : বাংলা

পাঠ্যপুস্তক : বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

পাঠ্যসূচি

অধ্যায়		ব্যাকরণ
প্রথম অধ্যায়	:	দল
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ ও নানাবিধ নিয়ম
তৃতীয় অধ্যায়	:	বাক্যের ভাব ও রূপান্তর
চতুর্থ অধ্যায়	:	পদ ও তার শ্রেণিবিভাগ : বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, অব্যয় ও ক্রিয়া
পঞ্চম অধ্যায়	:	ক্রিয়ার রূপ, কাল ও ক্রিয়ার ভাব
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	সমাস
সপ্তম অধ্যায়	:	সাধু ও চলিত

নির্মিতি

প্রথম অধ্যায়	:	প্রবাদ-প্রবচন
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	এক শব্দের একাধিক অর্থে প্রয়োগ
তৃতীয় অধ্যায়	:	পত্রলিখন
চতুর্থ অধ্যায়	:	প্রবন্ধ রচনা

পর্বভিত্তিক পাঠ্যসূচি

প্রথম পর্বের পাঠ্যসূচি

ব্যাকরণ :	প্রথম অধ্যায় :	দল
	দ্বিতীয় অধ্যায় :	ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ ও নানাবিধ নিয়ম
নির্মিতি :	প্রথম অধ্যায় :	প্রবাদ প্রবচন
	দ্বিতীয় অধ্যায় :	এক শব্দের একাধিক অর্থে প্রয়োগ

দ্বিতীয় পর্বের পাঠ্যসূচি

ব্যাকরণ :	তৃতীয় অধ্যায় :	বাক্যের ভাব রূপান্তর
	চতুর্থ অধ্যায় :	পদ ও তার শ্রেণিবিভাগ
নির্মিতি :	তৃতীয় অধ্যায় :	পত্রলিখন

তৃতীয় পর্বের পাঠ্যসূচি

ব্যাকরণ :	পঞ্চম অধ্যায় :	ক্রিয়ার রূপ, কাল ও ক্রিয়ার ভাব
	ষষ্ঠ অধ্যায় :	সমাস
	সপ্তম অধ্যায় :	সাধু ও চলিত
নির্মিতি :	চতুর্থ অধ্যায় :	প্রবন্ধ রচনা

অষ্টম শ্রেণি

আনুমানিক বয়স : ১৩ +

সাহিত্যপাঠ এবং বাংলা সহায়ক পাঠ (প্রথম ভাষা - বাংলা)

- জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯ এই নথিদুটিকে অনুসরণ করে নতুন পাঠক্রম, কর্মসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মাণ করা হয়েছে।
- অষ্টম শ্রেণির 'সাহিত্যমেলা' বইটির ক্ষেত্রে ভাবমূল 'বন্ধুত্ব ও সমানুভূতি'।
- প্রথাগত অনুশীলনীর পরিবর্তে বইটিতে হাতে-কলমে কাজের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সংগীত, ছবি আঁকা, অভিনয়, হাতের কাজ প্রভৃতি আনন্দময় উপকরণকে যোগ করা হয়েছে।
- অষ্টম শ্রেণির সাহিত্যমেলা বইটিকেও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ও মনোগ্রাহী করে তোলার প্রয়াস করা হয়েছে।
- শিখন পরামর্শ অংশটি পাঠ্যপুস্তকের শেষ পর্যায়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সুবিধার জন্য সন্নিবেশিত হয়েছে।
- বইটিকে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, চিন্তাশক্তি, কল্পনাপ্রবণতা এবং রুচির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে গড়ে তোলা হয়েছে।
- বইটিকে যত দূরসম্ভব তথ্যভারমুক্ত, আনন্দদায়ক শিক্ষার সহায়করূপে গড়ে তোলা হয়েছে। পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে নানান সমান্তরাল পাঠ, ছবিতে গল্প, গান দেওয়ার পাশপাশি প্রখ্যাত শিল্পীদের অলংকরণে প্রতিটি পাঠ্যবিষয়ই অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছে।
- বিভিন্ন রচনার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা বাংলাভাষায় সামর্থ্য অর্জনের পাশাপাশি, ভাষার সুমহান ঐতিহ্য ও পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে — এই দায়বদ্ধতার প্রতিফলন বইগুলিতে সর্বত্র পরিলক্ষিত।
- অষ্টম শ্রেণির 'সাহিত্যমেলা' বইটিতে সাধু এবং চলিত — এই উভয় রীতির রচনা লক্ষ করা যাবে।
- বইটিতে মূল্যবোধের শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
- শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের দিকটির প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে।
- হাতে-কলমে কাজ ও আবিষ্কার-প্রবণ মনকে উৎসাহিত করার প্রয়াস দেওয়া হয়েছে।
- বিদ্যালয়ের ভীতিমুক্তি, আনন্দময় পরিবেশে কোনোরকম তাড়না, ভয় বা উদ্‌বেগ ছাড়াই যাতে শিক্ষার্থী শিখতে পারে এবং নিজের মতামত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করতে পারে, সেভাবে 'হাতে-কলমে' অংশগুলি নির্মিত হয়েছে।

শিক্ষার্থীরা উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে যে যে দক্ষতাগুলি অর্জন করবে

• শোনা • বলা • পড়া • লেখা • দলগত কাজ • সৃজনমূলক কাজ • সাধারণীকরণ • উদ্ভাবনী চিন্তা ও কল্পনাশক্তির বিকাশ • পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা • যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষমতা • পার্থক্যীকরণ • ব্যাখ্যাকরণ • অনুমান করার ক্ষমতা • বিভিন্ন উদাহরণ থেকে স্বতঃসিদ্ধে পৌঁছোনোর আরোহী ক্ষমতা • চিহ্নিতকরণ ও নামকরণ • সাংগঠনিক ক্ষমতা • পঞ্জীকরণ • তুলনা এবং বৈপরীত্য সম্পর্কে ধারণা ব্যবহার করার ক্ষমতা • সংগ্রহ • নিজের মতামতের পক্ষে যুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা • বর্ণনা • শ্রেণিকরণ • পরীক্ষানিরীক্ষা • পর্যবেক্ষণ • দেখে, শুনে, পড়ে বোঝার ক্ষমতা • মডেল তৈরি করা • ডায়াগ্রামের মাধ্যমে প্রকাশের ক্ষমতা • নথিভুক্তকরণ • চরিত্রায়ণ • কার্যকারণ-বোধ প্রভৃতি।

পঠন-পাঠনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী প্রথমে বিষয়ের উপর ধারণা লাভ করবে। সেই ধারণার উপর ভিত্তি করে ক্রমাগত অনুশীলন ও চর্চায় সেই বিষয়ে নানান সূত্র, সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বোধ গড়ে উঠবে। শিক্ষার্থী ক্রমশ উদাহরণ দেওয়া, তুলনা করা, পার্থক্য নির্ণয় করা, শ্রেণিবিভাগ করা, ভুল সংশোধন করা, ভাষান্তরিত করা — ইত্যাদিতে দক্ষতা অর্জন করবে। পরবর্তী পর্যায়ে জ্ঞান ও বোধের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নতুন সমস্যার, নতুন পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করতে ও উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে। সেক্ষেত্রে কার্যকারণ ব্যাখ্যা করা, বিশ্লেষণ করা, নতুন সমস্যা তৈরি করা ও সমাধান করা ইত্যাদি সে শিখবে। শিক্ষার্থী ক্রমে পাঠ্যবিষয়-সম্পর্কিত ছবি আঁকার সামর্থ্য অর্জন করবে।

পাঠ্যপুস্তকে যে যে দক্ষতার বিকাশের প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে

- পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত বিভিন্ন রচনা পাঠে শিক্ষার্থীরা অজস্র শব্দের সঙ্গে পরিচিত হবে এবং তাদের লেখায় শব্দগুলিকে অর্থপূর্ণ বাক্যে নির্দিষ্ট যতিচিহ্ন বজায় রেখে ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করবে। শিক্ষার্থীরা লিখিতভাবে কিংবা বক্তৃতার আকারে নিজেদের মত প্রকাশ করতে, বলা ও লেখার ক্ষেত্রে সাবলীলতা অর্জন করতে পারবে।
- ব্যক্তিগত অনুভূতিকে অনায়াসে, অর্থপূর্ণভাবে ব্যক্ত করতে পারার পাশাপাশি নানান সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শব্দ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারে পারদর্শিতা অর্জন করবে।
- শিক্ষার্থীরা ভাষাগত দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার সামর্থ্য ও দক্ষতা অর্জন করবে।
- শিক্ষার্থীরা এই স্তরে নিজেদের লেখার সম্পাদনা, বিশ্লেষণ ও সমালোচনায় সমর্থ হবে এবং নিজেদের অগ্রগতির মূল্যায়ন নিজেরা করতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে অভিধান ব্যবহারে পারঙ্গম হয়ে উঠবে।
- ধাঁধা, প্রহেলিকা, ছোটোদের চলচ্চিত্র, মজার গল্প, সাহিত্যের নানান সংক্ষিপ্ত, অবাক-করা কাহিনি ও জীবনীমূলক রচনার সন্ধান ও বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ের বাইরের কোনো বিষয় নিয়ে ভাবতে, পাঠ্য-বহির্ভূত রচনার মূল ভাব ব্যক্ত করতে, তার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করতে, বন্ধু বা পরিচিতের কাছে কোনো ব্যক্তি বা বিষয় সম্পর্কে আপন অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে পারার সামর্থ্য লাভ করবে।
- শিক্ষার্থীরা পত্রলিখনে, অনুচ্ছেদ রচনায়, বার্তা লিখনে বা বর্ণনামূলক রচনা লেখায় দক্ষতা অর্জন করবে।
- উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষার এই স্তরে শিক্ষার্থীদের অনুমান করার ক্ষমতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কল্পনাশক্তিরও বিকাশ ঘটবে।
- তারা পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপনে, বোধসহ বিশ্লেষণাত্মক ও সমালোচনাধর্মী মন নিয়ে পাঠে সমর্থ হবে।
- বুদ্ধিমত্তাকে বিকশিত করবে এমন পাঠ্যরচনার মধ্যে দিয়ে ক্রমশ অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠবে ও প্রশ্নকরণে আগ্রহী হবে।
- সাহিত্যের নানা শাখা, বিষয় ও শৈলীর সঙ্গে পরিচিতি লাভ ও বিজ্ঞানসম্মত চর্চার মাধ্যমে তাদের মধ্যে নান্দনিকতা, বিজ্ঞানচেতনা, সমাজবোধ গড়ে উঠবে।
- ব্যাকরণের বিভিন্ন তত্ত্ব, শব্দ, বিষয়বস্তু, বানান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে উঠবে, যা তাদের একদিকে যেমন নিজেদের লেখার বিষয় নির্বাচনে সাহায্য করবে, তেমনই অন্যদিকে আলোচ্য বিষয়কে সুস্পষ্ট ও যথাযথভাবে পরিবেশনে সমর্থ করে তুলবে।
- সাহিত্যপাঠের মধ্যে দিয়ে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি, সমকালীন জীবনের প্রতি, অন্যান্য মানুষজন ও পরিবেশ তথা সমগ্র মানবজাতির প্রতি সহযোগিতা, যত্ন ও শ্রদ্ধার মনোভাব জাগবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মশৃঙ্খলা গড়ে ওঠার পাশাপাশি নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধও গড়ে উঠবে।
- হাতে-কলমে শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার জগতের প্রতিফলন ঘটার মধ্যে দিয়ে তাদের স্বশিখন সম্ভাবিত হয়ে উঠবে, একই সঙ্গে তারা বিমূর্ত চিন্তা করতেও সক্ষম হবে।
- শিক্ষার্থীদের বয়স, রুচি, প্রবণতা এবং আগ্রহের নিরিখে সংকলিত ও পাঠ্য কিংবদন্তিমূলক, পুরাকল্পনির্ভর, লোককথা, গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক প্রভৃতি বিচিত্রস্বাদী রচনার মধ্যে দিয়ে তারা প্রকৃতি, জনসংখ্যা, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা, বনভূমি, প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ, শান্তি ও ঐক্যশিক্ষা, মানবাধিকার, নিরাপত্তা কৌশল, পশুপাখি ও জীবজগৎ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বন্ধু,পোষ্য, প্রতিবেশী, ভ্রমণ, গণমাধ্যম, স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তথ্য ও আনন্দ আহরণে সামর্থ্য অর্জন করবে। বিভিন্ন প্রদেশের ও আন্তর্জাতিক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিতির মাধ্যমে অনুবাদ সাহিত্যশাখার সঙ্গে তাদের নিবিড় পরিচয় ঘটবে।

পাঠ্য-নির্বাচনের ক্ষেত্র

অষ্টম শ্রেণির বাংলা বই 'সাহিত্যমেলা'ও গড়ে উঠেছে প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের রচনায়, আন্তর্জাতিক সাহিত্যের অনুবাদে, অন্য রাজ্যের সাহিত্যিকদের সৃষ্টি নিয়ে। আর তাতে প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে বন্ধুত্ব ও সমানুভূতির নানান ক্ষেত্র। এই ভাবমূলকে সামনে রেখে নয়টি পাঠে বিন্যস্ত বইটিতে বিভিন্ন পর্বে মূলপাঠের পাশাপাশি রয়েছে এক বা একাধিক সমধর্মী বা সম-বিষয়কেন্দ্রিক রচনা, রয়েছে বিভিন্ন সক্রিয়তা-নির্ভর শিখনের সম্ভার।

অষ্টম শ্রেণি থেকেই শিক্ষার্থীরা সাধুরীতিতে রচিত গদ্য-পদ্য-উপন্যাসের সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের সূত্রে পরিচিত হবে। চলিতরীতিতে লেখা রচনাসম্ভার তো রইলই। 'বন্ধুত্ব ও সমানুভূতি'-এই কেন্দ্রীয় ভাবমূল-নির্ভর নানান কবিতায়, গানে, গদ্য-আখ্যানে, নাট্যাংশে, ছোটোগল্পে, চিঠিপত্রে, সরস রচনায়, উপন্যাসের নির্বাচিত অংশে, প্রবন্ধে, স্মৃতিচারণায়, প্রসিদ্ধ লোকসংগীতে, জীবনীমূলক রচনায় শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীরা তাদের চিন্তাভাবনাকে সমৃদ্ধ করার অবকাশ পাবে।

শিক্ষিকা-শিক্ষক তাদের উপরোক্ত ভাব-নির্ভর অন্যান্য রচনা পাঠে উৎসাহিত করবেন, বিভিন্ন সাহিত্যিক সংরূপ বিষয়ে উপযুক্ত ধারণা দেবেন। 'হাতে-কলমে' অংশে প্রদত্ত ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলীর বাইরেও পর্ষদ নির্দেশিত ব্যাকরণের পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের নানান বিষয়ের চর্চা ও অনুশীলন করাবেন।

- অষ্টম শ্রেণিতে দ্রুতপঠনের জন্যে পাঠ্যসূচিতে কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের একটি পর্ষদ-সম্পাদিত সংস্করণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষিকা-শিক্ষক এই বইটি পড়ানোর জন্য কীভাবে সময় পরিকল্পনা করবেন, সে প্রসঙ্গে 'সাহিত্যমেলা' বইটির শেষে সংযোজিত 'শিখন পরামর্শ' অংশটি লক্ষ করবেন।

অষ্টম শ্রেণিতে বাংলা ব্যাকরণের জন্য পর্ষদ নির্দেশিত পাঠক্রম

ব্যাকরণ অংশ :

১. দল
২. ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ ও নানাবিধ নিয়ম
৩. বাক্যের রূপান্তর— পূর্ণাঙ্গ আলোচনা
৪. বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া— বিস্তৃত আলোচনা
৫. সমাস

নির্মিতি অংশ :

৬. প্রবাদ-প্রবচন
৭. এক শব্দের একাধিক অর্থে প্রয়োগ
৮. পত্ররচনা
৯. প্রবন্ধরচনা

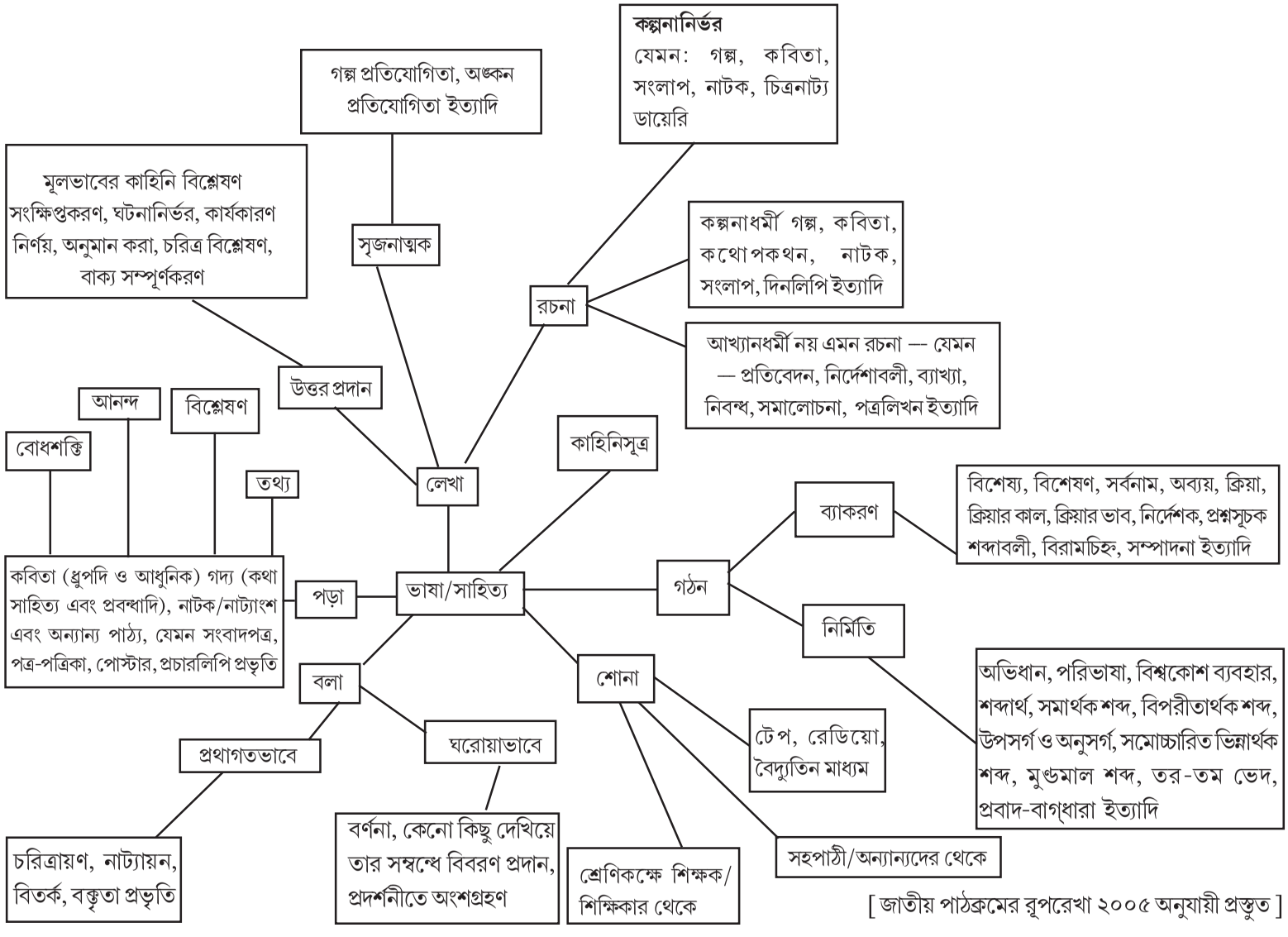

[জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ অনুযায়ী প্রস্তুত]